একটি ঘরের প্রতীক্ষায় প্রতিবন্ধী সহিদ

আর কত গরিব, আর কত অসহায় হলে সরকারি ঘরের বরাদ্দ পাওয়া যায়- তা জানা নেই বৃদ্ধ প্রতিবন্ধী সহিদ মিয়ার।

মেহেরপুর জেলার গাংনী পৌরসভাধীন শিশিরপাড়া গ্রামের মাঠ পাড়ার অসহায় এই মানুষটির একমাত্র মাথা গোঁজার আশ্রয়মাটির ঘরের দেয়ালখানি অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে ভেঙ্গে গেছে মাসখানেক আগে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তা মেরামত করাওসম্ভব হয়নি আজও।

মেরামত হবেই-বা কি করে, যার যেখানে নুন আনতে পানতা ফুরাবার অবস্থা সে কিভাবে ঘর মেরামত করবে? ঘরের যে দেয়ালটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তা যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে।

তবুও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই ভাঙ্গা ঘরের মধ্যেই তারা বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রী বসবাস করে চলেছে।শারীরিকভাবে অক্ষম বাক প্রতিবন্ধী সহিদ মিয়ার একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হচ্ছে তার বৃদ্ধা স্ত্রী ছালে খাতুন। বৃদ্ধা স্ত্রী ছালে কখনো লোকের বাড়িতে, কখনো মাঠে গিয়ে দিন মজুরের কাজ করে যা উপার্জন করে তা দিয়ে অনেক কষ্টে সংসার চলে তাদের।

উপার্জিত সামান্য এই অর্থের মধ্য হতে বৃদ্ধা স্বামী সহিদ মিয়ার চিকিৎসাও চালিয়ে যাচ্ছে সে। তাদের ঔরসজাত শুকুর আলী ও মুছা নামের দুই সন্তান থাকলেও তারা বাবা-মায়ের খোঁজ-খবর নেয় না। তারা থাকে আলাদা। তাদেরও সংসার চলে দিনমজুরের কাজ করে।

সরকারি সহযোগীতায় অনেক উপার্জনক্ষম ব্যাক্তির ঘর-বাড়ি নির্মান করে দেয়া হলেও অসহায় এই পরিবারটির সহযোগীতায় কেউ আজ পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি। তাই এই মুহূর্তে সরকারী কিংবা বে-সরকারী পর্যায়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসলে অসহায় এই পরিবারটি হয়তো কিছুটা হলেও আলোর মুখ দেখতে পাবে।

এ ব্যাপারে স্থানীয় পৌর কমিশনার মিজানুর রহমান বলেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছি এই পরিবারটিকে। এই মুহূর্তে অসহায় এই পরিবারটির জন্য ঘর নির্মাণ, একটি হুইল চেয়ার ক্রয়, খাদ্য সহায়তা জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। তিনি সাংবাদিকসহ

গাংনীতে সেলাই মেশিন বিতরণ

গাংনীতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার ৯০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এঁর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়ানুর রহমান ও জাতীয় পার্টি (জেপি)-জেলা সভাপতি আব্দুল হালিমসহ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ১০ জন উপকারভোগীদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেয়া হয় ।

হাটুপানিতে বিদ্যালয়, চরম দুর্ভোগে ৯টি পরিবার

গত ২৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ আশেপাশের ৯টি পরিবারের অন্তত অর্ধশতাধিক মানুষ পানি বন্দি হয়ে পড়েছে। বসত বাড়ির আঙ্গিনা ডুবে থাকায় স্বাভাবিক চলাচলেও ঘটছে ব্যাঘাত। বড়দের চেয়ে বেশি বিপাকে পরিবার গুলোর শিশু সদস্যরা।

ইচ্ছা করলেই ঘর থেকে নামতে পারছে না। পানি বন্দি পরিবার গুলোর ভোগান্তি দুর করতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি দ্রুত পানি নিষ্কাসনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেও

বাধ সাধছে বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ।

মেহেরপুর জেলায় বন্যার প্রভাব না থাকলেও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে স্বাভাবিক বৃষ্টিú◌াতের চেয়ে কয়েক গুন বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা । গাংনী উপজেলার ৩০ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির চর্তুরদিকে এখন হাটুপানিতে থৈ থৈ করছে। এভাবে বৃষ্টিপাত হতে থাকলে পানি উঠে যাবে স্কুলের মেঝেতে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘায়িত হচ্ছে জলাবদ্ধতা ।

পানিবন্দি পরিবার গুলো মুক্তিচান জলাবদ্ধতা থেকে। সড়কের পাশ দিয়ে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না রেখে অপরিকল্পিতভাবে মার্কেট নির্মান করে সামনের জায়গা ভরাট করে রাখায় পানি বের হচ্ছে না। ভুক্তভোগী পরিবার গুলোর পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত না থাকায় সেগুলো ডুবে গিয়ে ময়লা বের হয়ে মিশে গেছে পানিতে। যার ফলে পানিবাহিত রোগে অনেকের পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে।

পানি বন্দি হয়ে পড়া গৃহিণী রোকেয়া বলেন, এতদিন হয়ে গেল আমাদের যে কষ্ট তা কেউ দেখেনি বাধ্য হয়ে এই হাটু পানির মধ্যেই চলাফেরা করতে হচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলমের নির্দেশে বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সহ আশেপাশের পানি নিষ্কাশনের জন্য গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরির্দশন করে পানি নিষ্কাশনের জন্য ভুক্তভোগীর নির্দেশ প্রদান করেন। সে অনুযায়ী ভুক্তভোগীরা নিজ অর্থায়নে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা করে। কিন্তুু বাধ সাধে বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ।

এ বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্কুল মার্কেটের সামনে দিয়ে ড্রেন করে পানি বের করলে চরম ক্ষতি হয়ে যাবে। তাহলে কি মানুষ পানি বন্ধি হয়ে থাকবে? এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন পানিতে ডুবলে আমার কিছুই করার নেই আমি মার্কেটের সামনে দিয়ে পানি বের হতে দেব না।

বিষয়টি তাৎক্ষণিক জেলা প্রশাসককে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, সকলের সমন্বয়ে জলাবদ্ধতা নিরসন করা হবে।

গাংনীতে মেয়েকে উত্ত্যক্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়ায় পিতাকে জখম

মেয়েকে উত্যাক্ত করার প্রতিবাদ ও থানায় অভিযোগ দেওয়ার অপরাধে সেলিম হোসেন নামের এক গ্রাম্য ডাক্তার ও তার ভাই মিলে মেয়ের পিতা আব্দুল মান্নানকে হামলা করে রক্তাক্ত জখম করেছে। আহত আব্দুল মান্নান এখন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মূমূর্ষ অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
আজ শুক্রবার (৮ জুলাই) রাত ৮টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে।
স্থানীয়রা জানান, সাইকেল মিস্ত্রি আব্দুল মান্নানের মেয়ে দুবাই প্রবাসীর স্ত্রীকে মোবাইল ফোনে উত্যেক্ত করে অসছেন একই গ্রামের ফরমান আলীর ছেলে গ্রাম্য ডাক্তার সেলিম হোসেন। ঈদের দিনগত রাতে ওই নারীর কাছে জোর করে যাওয়ার চেষ্টা করে সেলিম হোসেন। এঘটনায় মেয়ের পরিবারের লোকজন তাকে মারধর করে। এনিয়ে সেলিম ডাক্তার ও তার লোকজন মেয়ের পিতা আব্দুল মান্নানকে নানাভাবে হুমকী ধামকী দিয়ে আসছিল। এঘটনায় আব্দুল মান্নান আজ শুক্রবার বিকালে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। এখবর পাওয়ার পর সেলিম হোসেন তার অপর দুই সঙ্গী একই গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে সাহাবুল ইসলাম ও আরমান আলীর ছেলে ওয়াসিম হোসনে ধারালো অস্ত্র নিয়ে আব্দুল মান্নানের উপর হামলা চালায়। আব্দুলৈ মান্নানের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপালে তার মাথা দুই ভাগ হয়ে গেছে। পরিবারের লোকজন তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ও পরে তার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্রের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার এমকে রেজা জানান, তার মাথার মাঝখান থেকে ভাগ হয়ে গেছে। অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।
গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর এলাকায় শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে উভয় পরিবারকে শান্ত থাকার

পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পকে বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মিমাংশার নির্দশ দেওয়া হয়েছে।

গাংনীর গাঁড়াবাড়িয়াতে জোর করে জমি দখলের অভিযোগ

মেহেরপুর জেলার গাংনীতে ঘরবাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশির উপর। সেই সাথে রান্নাঘর, গোয়ালঘর ভেঙে জোর করে জমি দখল করে ঘিরে রেখেছে প্রতিপক্ষরা। শুক্রবার সকালে গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়ীয়া গ্রামের হলদে পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

জানাযায়, গাড়াবড়িয়া গ্রামের মৃত সাবের মন্ডলের সাথে প্রায় ৫০ বছর আগে ৪ শতক জমি কেনেন একই গ্রামের হবিবুর রহমান। কিন্তু কয়েক বছর ধরে সাবের মন্ডলের ছেলে ইসমাইল এই জমি দাবি করে আসছে। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার সালিস বৈঠকও বসে কিন্তু কোন মিমাংসা হয়নি।

এ বিষয়ে হবিবরের বড় ছেলে আলমগীর হোসেন জানান আমাদের ৪.০০ শতক জমির উপরেই রান্না ঘর সহ গোয়ালঘর আছে কিন্তু তরা গায়ের জোরে আমাদের এই ঘরবাড়ি ভেঙে দখল করেছেন।

আলমগীর হোসেনের স্ত্রী যুথি খাতুন জানান আমার দাদা শশুর ১৯৭২ সালে এই জমি কেনে ৬০ বছর আগে আমরা তখন থেকে বাস করে আসছি এ জমি নিয়ে কোটে এবং মউকে কেস করাও হয়েছিলো তারাও রায় দিয়েছেন। এবং দুই দিন আগে থানায় অভিযোগ করেছিলাম তারাও বলেছে তোমাদের ৪.০০ শতক জমির উপর কর্যক্রম চলি যাবেন তাই আমরা বাড়ির পাশে প্রাচীর দিয়েছি এবার সামনে দিবো এমন সময় তারা আমাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করেন।

এ বিষয়ে ইসমাইল হোসেন জানান, সমাজের মানুষ নিয়ে বসা হলেও তারা সমাজ মানে নি। এ বিষয়ে থানা তে অভিযোগ করা হয়েছিলো। এখানে গাংনী থানার একটি দল সরজমিনে এসে দেখে গিয়েছেন তবুও কোন সমাধান আসেনি।

গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আক্তারের মৃত্যু:: জেলা ও উপজেলা বিএনপি’র শোক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আক্তারুজ্জামান আক্তার মৃত্যু রবণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রাজিউন)। শুক্রবার ভোর ৫ টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। আক্তারুজ্জামান আক্তার সাহারবাটি ইউনিয়নের জোড়পুকুর গ্রামের মৃত কুদ্দুস মালিথার ছেলে।

সে বর্তমানে গাংনী উপজেলা বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
আক্তারুজ্জামান আক্তারের ভগ্নিপতি শফিউল ইসলাম জানান,আক্তারুজ্জামান আক্তার দীর্ঘদিন যাবত গাংনী পৌর এলাকার ফজলুল হক কিন্ডার গার্ডেনের পাশের একটি বাড়িতে বসবাস করতো। শুক্রবার ভোর ৪ টায় হঠাৎ বুকে ব্যাথা অনুভব করার কারনে অ্যাম্বুলেঞ্চ যোগে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পরপরই তার মৃত্যু হয়।

৫ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে আক্তারুজ্জামান আক্তার মেজো। মৃত্যুকালে স্ত্রী,দুটি মেয়ে,ভাই,বোন আন্ত্রীয় স্বজন সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছে গেছেন।

তার মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশ করেছেন।

এ দিকে আর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশ করেন গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি রেজাউল হক ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

এ ছাড়াও বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা সহ বিভিন্ন

শ্রেনী পেশার মানুষ শোক প্রকাশ করেছেন।

গাংনী হাসপাতালে সংক্রমণ ঠেকাতে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি কর্তৃপক্ষ

মেহেরপুরের গাংনী হাসপাতালের ডাক্তার,নার্স সহ ৬জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। সংক্রামণ ছড়িয়ে পড়ায় আশঙ্কায় হাসপাতালে কর্মরত ও সেবা নিতে আসা রুগী ও তার স্বজনরা পড়েছে বিপাকে। এছাড়া গাংনী হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স আমেনা খাতুনের স্বামী আবু শামা ও মেডিক্যাল টেকনোলজি ল্যাব সুনিতা রানীর স্বামী অশোক চদ্র বিশ্বাস করোনা পজেটিভ।

হাসপাতাল থেকে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন বলে ধারনা তাদের। ইতোমধ্যে মেডিক্যাল টেকনোলজি ল্যাব সুনিতা রানীর করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দিয়েছেন।

আক্রান্তরা হলেন,গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম,আবাসিক মেড্যিাকল অফিসার ডা: সাদিয়া সুলতানা,ডা: হামিদুল ইসলাম,সিনিয়র স্টাফ নার্স আমেনা খাতুন,উপসহকারী কমিউনিটি মেড্যিাকল অফিসার তানভীর আহমেদ ও অফিস সহকারী আসাদুজ্জামান লিটন। এর মধ্যে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম সুস্থ হয়েছেন।

আক্রান্ত কয়েকজন ডাক্তার জানান,করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা নেয়ার ৫দিন পর ফলাফল পাওয়া গেছে। ঐ ৫দিন হাসপাতালের ইনডোর আউটডোরে রুগী দেখেছেন তারা। তাদের কাছ থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশংখা করছেন স্থানীয়রা। এদিকে গাংনী হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স আমেনা খাতুনের করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করলেও ফলাফল পেতে কয়েকদিন সময় লেগেছে এর মধ্যে সে হাসপাতালের দুটি ওয়ার্ডেই কর্মরত ছিলো। তার কাছ থেকে অন্যান্য রুগী ও তার স্বজন ছাড়াও সহকার্মীরা সংক্রামিত হতে পারে বলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে করোনা পজেটিভ ডাক্তার নার্স ও অফিস সহকারীর সংস্পর্শ আসা হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীদের হোমকোয়ারেন্টাই না করায় ক্ষোভ জানিয়েছেন তার স্বজনরা। আক্রান্তদের কাছ থেকে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়তে পারে এ জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে চাইলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম বলেন, তিনি বলেন হাসপাতাল তো বন্ধ রাখা যাবেনা। সিমাবদ্ধার মধ্যেও সেবা দিতে হবে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলমকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য: গাংনী উপজেলায় মোট করোনা আক্রান্ত ৮৬,সুস্থ ৪০ ও মৃত্যু ৩ জন।

বিচার ও নিরাপদ সড়কের দাবীতে গাংনীতে মানববন্ধন

মেহেরপুর স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট এসোশিয়েনর রাজশাহী বিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মকবুল আহাম্মেদ ও আক্তারুজ্জামান ট্রাক চাপায় নিহতের ঘটনায় বিচার ও নিরাপদ সড়কের দাবীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী বাজার বাস-ষ্ট্যান্ডে মানববন্ধনের আয়োজন করে মেসডা নামক ছাত্র সংগঠন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি কমল হোসেনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাহিদ উজ্জামান, কুষ্ঠিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, রাজশাহী বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি আরিফ হোসেন, খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক টিটোন আহাম্মেদ,মেসডা’র সদস্য জাকির হোসেন প্রমুখ।

এসময় বক্তরা বলেন, দুর্ঘটনার খামে আর কত মেধাবীকে হারাবো? দেশের

বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার মেধাবীকে প্রাণ দিতে হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনার নামে। চালকদের নামে মামলা করলেও আইনের ফাক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে তারা চলছে বহাল তবিয়তে। তেমনি ভাবে গাংনী উপজেলার বামুন্দিত ট্রাক পাচায় প্রাণ হারাতে হয় মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মকবুল আহাম্মেদ ও আক্তারুজ্জামানকে।

ঘাতক ট্রাকচলকের বিচার সহ নিরাপদ সড়ক ব্যাবস্থার দাবী করেন ছাত্র সংগঠনের নেতারা। মানববন্ধনের মাধ্যমে তারা দাবী করেন একটি মেধাবী শিক্ষার্থী লেখা পড়া শেষ করে যখন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেন, এবং তার পরিবারকে স্বপ্ন দেখান তখনি তাকে ট্রাক কিংবা বাস চাপায় নিহত হতে হয়। আমরা এই অকাল মৃত্যু চাই না।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ নিহত মকবুল আহাম্মেদ ও আক্তারুজ্জামানের পরিবারের সদস্যরা এ মানববন্ধনে অংশ গ্রহন করেন।

উল্লেখ্যঃ মেহেরপুরের গাংনীর বামুন্দি গরুর হাটে সড়ক ঈদের দ্বিতীয় দিনে রোববার সকালে এটিএন নিউজের এইচআর ডিপার্টমেন্টের সহকারী ব্যবস্থাপক ব্রজপুর গ্রামের মকবুল আহাম্মেদ ও তার বন্ধু গোয়াল গ্রামের আক্তারুজ্জামান একটি মোটর সাইকেল যোগে বামন্দী পশুহাট হয়ে বাসস্ট্যান্ড আসার পথে মোটর সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন তারা।

এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাদেরকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান মকবুল আহাম্মেদ ও আকতারুজ্জামান। পুলিশের একটি টীম ট্রাকটি আটক করে।

গাংনীর কামারখালীতে একটি পুকুর থেকে বৃদ্ধ’র লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে আমজাদ হোসেন (৭০) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে উপজেলার মোটমুড়া ইউনিয়নের কামারখালী গ্রামের একটি পুকুর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। আমজাদ

হোসেন ওই গ্রামের মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে।

আমজাদ হোসেনের ছেলে আশাবুল ইসলাম জানান, তার বাবা মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ হন। ধারণা করা হচ্ছে তার বাবা গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ তার বাবা মৃগী রোগে ভুগছিলেন।

মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ জানান, আমজাদ হোসেন পানিতে ডুবে মারা গেছে। সে দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ ছিল।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, আমজাদ আলীরলাশ পুকুরে ভাসতে দেখে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করা হয়।

পরিবার ও স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা গেছে এ কারণে লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আরও ১৭ জন সহ একদিনে ২৮ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে ২য় দফায় আরও ১৭ জনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। এ নিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৮। করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে এই প্রথম অধিক সংখ্যক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হলেন।

আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয় টার দিকে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন তথ্য নিশ্চিত করেন।

মঙ্গলবার দুই দফায় রিপোর্ট এসেছে ৬৮টি। এর মধ্যে ২৯ জুলাইয়ে দেওয়া নমুনার মধ্যে ২৬টি রিপোর্ট পাওয়া যায়। তার মধ্যে পজিটিভ ১০টি। ৩০ জুলাইয়ে দেওয়ার নমুনার মধ্যে প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৬, পজিটিভ ৭ এবং ২ আগষ্টের দেওয়া নমুনার মধ্যে প্রাপ্ত রিপোর্ট ২৬, পজিটিভ ১১। তিনদিনের প্রাপ্ত ২৮টি পজিটিভের মধ্যে সদর উপজেলায় ১৫

,মুজিবনগরে ৪ এবং গাংনীতে ৯টি। ।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা= ২৫২৭টি। মোট পজিটিভ কেইস= ২১৭ (সদর- ১০৮ , গাংনী -৮৬,
মুজিবনগর -২৩)। মৃত্যু – ৭ জন।(সদর-৩, গাংনী- ৩, মুজিবনগর -১)। সুস্থ্য= ১১৮ জন।[ সদর-৬৪, গাংনী -৪৩, মুজিবনগর- ১১] ট্রান্সফার্ড- ১৮ জন। (সদর-১২, গাংনী-৬)
মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে ৭৪(সদর-৩০, গাংনী- ৩৩, মুজিবনগর -১১), জন।